দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 03 DEC 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

কারিগরি শিক্ষার প্রসার

জনসংখ্যা একটি দেশের জন্য শুধু সমস্যা নয়, সম্পদ। দেশে শিক্ষিত জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়লেও সে তুলনায় বাড়ছে না দক্ষ জনশক্তি। দেশের এই বিপুল জনসংখ্যা সামাল দিতে বিভিন্ন খাতে কারিগরিভাবে এগিয়ে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কারিগরি খাতে তেমন কোনো উদ্যোগ কিংবা যথাযথ সুযোগ-সুবিধা নেই। এ কারণে দেশের বিভিন্ন কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে অন্তত দুই লাখ বিদেশি কাজ করছেন। শুধু টেক্সটাইলেই বিদেশি কর্মজীবীর সংখ্যা এখন ১৯ হাজারেরও বেশি। উন্নত দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিতের হার ৫ থেকে ৮ শতাংশ। ফলে অগ্রসরমান কয়েকটি খাতে কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন বিদেশি শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। তৈরি পোশাক শিল্প, শিপ বিল্ডিং, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, ফুড অ্যান্ড বেভারেজসহ বিভিন্ন খাতের শিল্পোদ্যোক্তাদের বিদেশি চাকরিজীবীদের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। সব ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের দ্বার অবারিত করা যাবে এমনটি ভাবা না গেলেও শিক্ষিত দক্ষতাসম্পন্নরা যাতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করতে পারেন—এ বিষয়টি সরকারকে গুরুত্বের সঙ্গে আমলে নিয়ে পরিকল্পিত উদ্যোগ নিতে হবে। কর্মক্ষম কিংবা সৃজনশীলরা যাতে অলস বসে না থাকেন তা নিশ্চিত করতে হবে।

আতাউর রহমান, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট